নাসিম আরও ৭২ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে আরও ৭২ ঘণ্টার নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশ স্পোশালাইজড হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরান চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। তার অবস্থার উন্নতি কিংবা অবনতি হয়নি।

এদিকে দ্বিতীয়বারের মতো নমুনা পরীক্ষায় মোহাম্মদ নাসিমের শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। আগামীকাল বুধবার আবার তার নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

বর্তমানে রাজধানীর শ্যামলীর বেসরকারি এই হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভেন্টিলেশনে আছেন মোহাম্মদ নাসিম। অচেতন অবস্থায় তাকে লাইফসাপোর্ট দিয়ে রাখা হয়েছে। মস্তিস্কে অস্ত্রোপচারের পর থেকেই তিনি কোমায়। চিকিৎসকেরা পরবর্তী পদক্ষেপ না নেয়া পর্যন্ত এ অবস্থায়ই তার চিকিৎসা চলবে।

এদিকে মোহাম্মদ নাসিমের শারীরিক অবস্থা নিয়ে সোমবার রাত সাড়ে ৮টায় মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা অনলাইনে মিটিং করেন। এ সময় বোর্ডের সদস্যরা তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নাসিমের অবনতি না হওয়ায় আশাবাদী হন ডাক্তাররা।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালের পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরান চৌধুরী সোমবার রাত ১১টায় যুগান্তরকে বলেন, মেডিকেল বোর্ডের মিটিং হয়েছে। মোহাম্মদ নাসিমের শারীরিক অবস্থা আগের মতোই আছে। এটাকেই ইমপ্রুভমেন্ট বলা হয়। তার চিকিৎসা আগের মতোই চলবে বলেও জানান তিনি।

১ জুন জ্বর-কাশিসহ করোনাভাইরাসের লক্ষণ নিয়ে এই হাসপাতালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম। সেখানেই করোনাভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টায় মোহাম্মদ নাসিমের ব্রেনস্ট্রোক হয়। হাসপাতালের নিউরো সার্জন অধ্যাপক রাজিউল হকের নেতৃত্বে কয়েক

ঘণ্টায় তার অস্ত্রোপচার সফল হয়। কিন্তু মাথার ভেতরে কিছু রক্ত জমাট বেঁধে আছে। স্ট্রোকের পর থেকেই তিনি অচেতন অবস্থায় আছেন। সুত্র-যুগান্তর

বেতনের দাবিতে উত্তরায় পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

রাজধানীর উত্তরার আজমপুর এলাকায় বকেয়া বেতন ভাতার দাবিতে ভার্সেটাল গার্মেন্টের শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।

দক্ষিণখান মোল্লারটেকসংলগ্ন ওই কারখানার শ্রমিকরা মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে আজমপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশে অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে মহাসড়কের দুই পাশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়।

ভার্সেটাল গার্মেন্ট কারখার অপারেটর মজনু যুগান্তরকে জানান, পূর্ব ঘোষণা এবং বকেয়া বেতন পরিশোধ না করেই ১২০০ শ্রমিকের মধ্যে ৩০০ ছাঁটাই করেছে। তাই আমরা বাধ্য হয়ে পুনঃনিয়োগ ও বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে উত্তরা জোনের সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার শচীন মৌলিক যুগান্তরকে জানান, শ্রমিকরা রাস্তায় অবস্থান নিলে পুলিশের তরফ থেকে মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়ে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। সূত্র-যুগান্তর

চীনের মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা আসায় রোগীরা সাহস পাবেন: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশকে কারোনা চিকিৎসায় সহযোগিতা করার জন্য চীনের ১০ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল সোমবার ঢাকায় এসে পৌঁছেছে। তারা আগামী ২২ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করবেন।

বিমানবন্দরে চীনের চিকিৎসক দলকে স্বাগত জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, চীনের চিকিৎসক দলের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা উৎসাহ পাবেন। তাছাড়া এদেশের রোগীরাও সাহস পাবেন।

তিনি বলেন, পৃথিবীর সব দেশকে সম্মিলিতভাবে করোনা মহামারী মোকাবিলায় কাজ করতে হবে। করোনা বৈশ্বিক ইস্যু এবং এটা কোনো একক দেশের পক্ষে ম্যানেজ করা সম্ভব নয়। করোনা পরবর্তী অথনৈতিক সমস্যা মোকবিলায়ও বিভিন্ন দেশের পারস্পারিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চীন বাংলাদেশের করোনা মোকাবিলায় সহযোগিতার পাশাপাশি রোহিঙ্গা বিষয়েও বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কাজ করছে।

তিনি বলেন, আশা করি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানেও চীনের সহায়তা আমাদের অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো গভীর হবে বলে ড. মোমেন আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ড. মোমেন বলেন, চীনের এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল আমাদের চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন, বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিদর্শন করবেন। প্রয়োজনবোধে তারা এদেশের করোনা চিকিৎসার বিষয়ে সুপারিশ করবেন। এতে আমাদের রোগীরা সাহস পাবেন।

এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, চীন করোনা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে। করোনা রোগী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশও চীনকে অনুসরণ করছে। এমনকি নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিও চীন প্রথম আবিষ্কার করে।

এ সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক এফ এম বোরহান উদ্দীন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনার ৬৬ দিনে বেকার ৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির (লকডাউন) প্রথম ৬৬ দিনে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে) দেশে ৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছেন। এতে করে দেশের জিডিপির ২ লাখ ৯৮ হাজার ৭৪২ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সভাপতি ড. আবুল বারকাত।

সোমবার ‘করোনায় মহাবিপর্যয়ে থেকে মুক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা’ শীর্ষক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান তিনি।

আবুল বারকাত বলেন, লকডাউনে ৫ কোটি ৯৫ লাখ মানুষের শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। নতুন করে ২ কোটি ৫৫ লাখ মানুষ হতদরিদ্র হয়েছেন। তবে অতি ধনির অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে।

কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি তুলে ধরে আবুল বারকাত বলেন, লকডাউনে সেবা খাতে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৯৩৬ কোটি, শিল্প খাতের ১ লাখ ২ হাজার ৪১ কোটি এবং কৃষি খাতে ২৬ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ সময় প্রত্যাশিত জিডিপির পরিমাণ ছিল ৪ লাখ ৫৮ হাজার ২৬ কোটি টাকা। যা মোট জিডিপির ৩৫ শতাংশ। আর ক্ষতি হয়েছে ৬৫ শতাংশ।

করোনার আগে দেশে মোট ৬ কোটি ১ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান ছিল। চাকরির হারানোর মধ্যে সেবা খাতে চাকরি হারিয়েছে ১ কোটি ৫৩ লাখ,

শিল্প খাতের ৯৩ লাখ এবং কৃষি খাতের ১ কোটি ১৪ লাখ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। অন্যদিকে উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্য-বিত্তদের মধ্যে থেকে ৫ কোটি ৯৫ লাখ মানুষের আয় কমে দরিদ্র হয়ে গেছেন।

এ অবস্থা থেকে উত্তোলনে নিন্মআয়ের ৪৭ শতাংশ মানুষের জন্য এককালীন ২০ হাজার টাকা করে অনুদান দেয়ার প্রস্তাব করেন আবুল বারকাত।

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট হবে করোনা মোকাবেলার উল্লেখ করে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সভাপতি বলেন, গ্রাম পর্যায়সহ দেশের ৮২ ভাগ মানুষের কাছে করোনার সেবা পৌঁছায়নি। দায়সারা কাজ হয়েছে। এই মুহূর্তের জন্য প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী স্বাস্থ্য সেবা। কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য সেবা অত্যন্ত নাজুক। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তোলনে স্বাস্থ্য খাতের জন্য আগামী বাজেটে ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানিয়েছি।

আইএমএফের মতে করোনায় পৃথিবীর ৫০ ভাগ মানুষ জীবিকা হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘২০২০-২১ অর্থবছরের সংকোচনমূলক বাজেট চাই না, চাই সম্প্রসারণমূলক বাজেট।’

সমিতির সহ-সভাপতি জেড এম সালেহের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে সূচনা বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক জামালউদ্দিন আহমেদ। সূত্র-যুগান্তর

এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজে মাসিক বেতন আদায় স্থগিত চেয়ে রিট

চলমান করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সারাদেশে এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন আদায় কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়েছে।

আজ সোমবার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুই শিক্ষার্থীর অভিভাবকের পক্ষে আইনজীবী সাইফুর রহমান এ রিট করেন। আবেদনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি), দেশের

সকল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান (মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক) ও আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষকে বিবাদী করা হয়েছে।

আবেদনে বলা হয়েছে, করোনা পরিস্থিতির কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা নেমে এসেছে। কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেক পেশাজীবী ও চাকরিজীবী। বিদ্যুৎ বিলসহ বিভিন্ন বিলে বিলম্ব সুদ মওকুফ করা হয়েছে। ব্যাংক ঋণের বিষয়ে বলা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুদ গ্রহণ করা যাবে না। সরকার বিভিন্ন সেক্টরে প্রণোদনা দিচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবিকা নির্বাহ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

রিট আবেদন বিষয়ে অ্যাডভোকেট সাইফুর রহমান বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেতন আদায় স্থগিত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুই শিক্ষার্থীর অভিভাবকের পক্ষে গত ১৯ মে বিবাদীদের প্রতি আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় রিট আবেদন করা হয়েছে।

বাজেট অধিবেশনের আগেই সব এমপির করোনা টেস্ট

বাজেট অধিবেশনের আগেই চলতি সংসদের সব সদস্যের করোনা টেস্ট করানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী ১০ জুন বুধবার জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন বসবে। পরদিন ১১ জুন ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল। ৩০ জুন বাজেট পাশ হবে।

সংসদ সচিবালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের কারণে এবারের বাজেট অধিবেশন সংক্ষিপ্ত হবে। সংসদ সদস্যদের উপস্থিতির বিষয়ে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মানা হবে। এ কারণে অধিবেশন বসার আগেই সংসদ সদস্যদের শরীরে করোনাভাইরাসের অস্থিত্ব রয়েছে কিনা- তা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা করা হবে।

জানা গেছে, বাজেট অধিবেশনের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায় রয়েছে।

এবারের অধিবেশনে বয়স্ক ও অসুস্থ সংসদ সদস্যদের যোগদানের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বাজেটের ওপর আলোচনা ছাড়া অন্য কোনো কার্যক্রম থাকছে না। অধিবেশনে প্রতিদিন সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি ৬০ থেকে ৭০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হতে পারে।

সূত্র জানায়, ৮ থেকে ১০ কার্যদিবসে বাজেট অধিবেশন শেষ হবে। বাজেটের ওপর আলোচনাও হবে সংক্ষিপ্ত। সম্পূরক বাজেটসহ সব মিলিয়ে ১০-১২ ঘণ্টা আলোচনা হতে পারে। ১০ জুন অধিবেশন শুরুর আগে জাতীয় সংসদের কার্যউপদেষ্টা কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও তা বাতিল করা হয়েছে। কমিটির প্রধান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এবং কমিটির সদস্য প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনাসহ সংশ্লিষ্টরা আলোচনা করে সংসদের কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানা গেছে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

‘রেড জোন’; পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ

দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এখন নতুন পদ্ধতিতে শতভাগ লকডাউনে যাচ্ছে সরকার। কাল রবিবার রাজধানী ঢাকায় এই লকডাউন শুরু হওয়ার কথা। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে দেশের অন্যান্য স্থানে লকডাউন কার্যকর হবে এলাকাভিত্তিক। স্বাস্থ্য বিভাগ এ ব্যাপারে এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে রাজধানীর যেসব এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে, সেসব এলাকা আজ-কালকের মধ্যেই লকডাউন করা হবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর সূত্র জানায়, প্রথম দফায় সরকার রাজধানী ঢাকাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ঢাকার যে যে এলাকায় বেশি সংক্রমণ ঘটেছে এবং বেশি রোগী আক্রান্ত সেসব এলাকা চিহ্নিত করার কাজ প্রায় শেষ করা হয়েছে। এখন বিশেষজ্ঞদের অভিমতের ভিত্তিতে ওই এলাকাগুলো লকডাউন করে দেওয়া হবে। এরপর গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের

তারপর আবার তাদের ফেরতও পাঠান। এ নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয় বিভিন্ন মহলে। এরপর ঈদের সময় রাজধানী থেকে লোকজন গ্রামে ছুটে যায় কোনো রকম নিয়ম না মেনেই। আবার ছুটি শেষ হলে গ্রাম থেকে দল বেঁধে মানুষজন ঢাকায় চলে আসেন। এসব যাত্রায় কোনো রকম স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়নি। ফলত করোনাভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে গত কয়েক দিনের পরীক্ষায় করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সরকারকে দুশ্চিন্তায় ফেলে। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিপরিষদ সচিব গত ১ জুন সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্যমন্ত্রী, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও বেশ কয়েকজন সচিবকে নিয়ে জরুরি সভা করেন। সভায় উপস্থিত প্রায় প্রত্যেকেই নতুন করে লকডাউনের পক্ষে মত দেন। এই সভার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে সারা দেশকে তিনটি জোনে ভাগ করে যেসব এলাকায় সংক্রমণ বেশি সেগুলোতে এলাকাভিত্তিক লকডাউন করা হবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনায় একদিনে আরও ৩৫ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ২৬৩৫

এই সময়ে ২ হাজার ৬৩৫ জন শনাক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। এ নিয়ে দেশে মোট কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হলেন ৬৩ হাজার ২৬১ জন এবং মারা গেলেন ৮৪৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫২১ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৩ হাজার ৩২৫ জন। শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৯০৯টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২ হাজার ৪৮৬টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৬৩৫ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হলেন ৬৩ হাজার ২৬১ জন।

এ পর্যন্ত আক্রান্ত হওয়া রোগীদের মধ্যে লিঙ্গভেদে পুরুষ ৭১

শতাংশ ও নারী ২৯ শতাংশ শনাক্ত হয়েছেন।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ৩৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২৮ জন ও নারী ৭ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ৮৪৬ জন।

এ পর্যন্ত যত কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে পুরুষ ৭৭.০৬ শতাংশ এবং নারী ২২.৯ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫২১ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৩ হাজার ৩২৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১.১৪ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১.৩৪ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ১১-২০ বছরের মধ্যে ২ জন, ২১-৩০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ৫ জন এবং ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৯ ও ৮১-৯০ বছরের মধ্যে একজন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ২০ জন, চট্টগ্রামে ৮ জন, সিলেটে ২ জন, রাজশাহীতে ৩ জন, বরিশালে ২ জন মারা গেছেন। মৃত রোগীদের মধ্যে হাসপাতালে ২৫ ও বাড়িতে ৯ জন মারা গেছেন। এছাড়া মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

করোনা নিয়ন্ত্রণে মডেল হতে পারে মেহেরপুর

দেশ জুড়ে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা ভাইরাসে সংক্রমনের সংখ্যা। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মৃতের সংখ্যাও। গতকাল শুক্রবারও সারা দেশে ২ হাজার ৮’শ২৮ জন নতুন করে সনাক্ত হয়েছে এবং মৃত্যু বরণ করেছে ৩০ জন। গত ৮ মার্চ দেশে করোনা রোগ সনাক্ত হয়। গতকাল পর্যন্ত দেশে ৮১১ জন করোনা আক্রান্ত মৃত্যুবরণ করেছেন, আক্রান্ত হয়েছেন ৬০ হাজার হাজার ৩৯১ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ১২ হাজার ৮০৪ জন।

তবে দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় মেহেরপুরে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে করোনা ভাইরাস। ৮ লক্ষ মানুষের এ জেলায় এ পর্যন্ত ২৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ২ জন, সুস্থ হয়েছেন ৬ জন এবং বর্তমানের ১৮ জন চিকিৎসাধীন থাকলেও তারা সকলেই ভাল রয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। বর্তমানে মেহেরপুর সদরে ৯জন ও গাংনী উপজেলায় ৯জন মোট ১৮ জন করোনা রোগী চিকিৎসাধীন আছে। ইতিমধ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা শূন্যের কোঠায় চলে এসেছে।

তবে জেলাকে করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে দুটি জেলার প্রবেশমুখে তল্লাশি চৌকি আরো জোরদার করতে হবে। দেশের বিভিন্ন প্রাণÍ থেকে আসা মানুষদের সনাক্তের মাধ্যমে তাদের হোম কোয়ারেন্টিন কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রেও প্রশাসনকে আরো কঠোর হতে হবে বলে মত দিয়েছেন বিভিন্ন জনেরা।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে, সর্বশেষ গত ৩১মে ১টি পজিটিভ রিপোর্ট পাওয়া যায়। ৫দিন অবিবাহিত হলেও নতুন কোন পজিটিভ রিপোর্ট আসেনি। প্রাপ্ত রিপোর্টের সব গুলোই নেগেটিভ। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে ১হাজার ১শ ২৮টি রিপোর্ট আসে। তার মধ্যে ১হাজার ১শ ২ জন নেগেটিভ।
এভাবেই প্রশাসনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখে সামাজিক দুরুত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে পারলে করোনা মহামারী থেকে মেহেরপুরকে রক্ষা করা সম্ভব বলে মনে করছেন অনেকেই।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও আইনজীবী অ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন বলেন, করোনা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে গণমাধ্যম। করোনা আক্রান্ত এলাকা থেকেই লোকজন

সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।

সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, মেহেরপুরে এ পর্যন্ত মোট ২৬ জন করোনা পজিটিভ রোগী সনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মৃত্যু বরণ করেছে ২জন, সুস্থ্য হয়েছেন ৬ জন এবং চিকিৎসাধীন আছে ১৮ জন। বর্তমানে যারা চিকিৎসাধীন আছে তাদের সর্ব্বোচ্চ সেবা দেওয়া হচ্ছে। আমরা নিয়মিত নমুনা প্রেরন করছি তবে গত কয়েকদিনের মধ্যে মেহেরপুরে কোন পজিটিভ রিপোর্ট আসেনি সবগুলোই নেগেটিভ। এই মূহুর্তে অন্য জেলার তুলনায় আমাদের মেহেরপুরে করোনা পরিস্থিতি বেশ ভালো। জেলা স্বাথ্য বিভাগ এই করোনা প্রতিরোধের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন, করোনার প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই জেলা পুলিশ সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক কাজ করছে। আমরা মেহেরপুরের প্রবেশ মুখে কড়া নজরদারি করছি। প্রতিটি গাড়ি ও জনগনকে মেহেরপুরে প্রবেশের আগে ভালোভাবে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে গাড়ি গুলোকে জীবানুমুক্ত করার জন্য স্প্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সীমিত আকারে সবকিছু খুলে দেওয়ার পর জনগনের স্বাস্থ্যবিধি ও গনপরিবহনে চলাচল করার সময় শতভাগ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জেলা পুলিশের একটি চৌকস দল সব সময় মাঠে কাজ করছে। মেহেরপুরের করোনা পরিস্থিতি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবো।

জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই ভাইরাসটি যাতে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য জেলা প্রশাসন কঠোরভাবে কাজ করেছে। গত ২৪ মার্চ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ব্যাতিত সব ধরনের ব্যবসা-বানিজ্য, দোকানপাট বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছিল। সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত করার জন্য জেলা প্রশাসনের টিম সব সময় মাঠে কাজ করেছে। সেই সাথে মানুষকে ঘরে রাখতে ৫৩ হাজারেও বেশি পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রী ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। আরও ৫০ হাজার পরিবারকে ২০ কেজি করে চাউল বিতরণের কার্যক্রম চলমান আছে।

সেই সাথে মেহেরপুরে ৫০ হাজার দরিদ্র পরিবার প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ২হাজার ৫শ টাকা করে পাবে। ইতিমধ্যে ১৩ হাজার ৮শ ৫৬জনকে এসএমএস এর ম্যাধমে অর্থ প্রেরন করা হয়েছে। এছাড়াও সীমিত আকারে সব প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পর স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে তিন শিফটে

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে।

এছাড়াও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে যাতে দোকানপাট, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো পরিচালনা হয় সে দিকে কঠোর নজরদারি করা হচ্ছে। প্রয়োজনে জরিমানার আওতায় এনে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি সাধারণ মানুষের ভিতর স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি হয়েছে। ধিরে ধিরে এটি অভ্যাসে পরিনত হচ্ছে। এছাড়াও আমরা মেহেরপুরের প্রবেশ মুখে কঠোর নজরদারি রেখেছি।

করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি এলেই সতর্ক করবে স্মার্টফোন

করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে চিকিৎসা নেওয়া ব্যক্তির সংস্পর্শে এলেই সতর্ক করবে স্মার্টফোন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই অ্যাপ চালু করতে যাচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহেমদ পলক জানান, নাগরিকদের সুরক্ষায় কন্টাক্ট ট্রেসিং অ্যাপ নিয়ে আমরা বেশ কিছু দিন থেকে কাজ করছিলাম। অবশেষে আমরা এটি চালু করতে পেরেছি। আজ এর উদ্বোধন করা হবে।

কন্টাক্ট ট্রেসিং অ্যাপ ডাউনলোড করার পর স্মার্টফোনের লোকেশন এবং ব্লুটুথ অন রেখে বাড়ির বাইরে বের হলে এটি এক-দুই মিটারের মধ্যে যারা থাকবে তাদের হিস্ট্রিগুলো আমাদের ডাটাবেইসে পাঠাবে।

কেউ যদি আক্রান্তের কাছাকাছি চলে যায় তাহলে সে স্মার্টফোনে অ্যালার্ট পাবে। তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিরা যদি কয়েক দিন পরও করোনা পজিটিভ হয় তাহলেও স্মার্টফোন থেকে সতর্কবার্তা পাওয়া যাবে। সে ক্ষেত্রে ফোন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেওয়া হবে।

□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□